দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... JUL. 7 1999
পৃষ্ঠা ... কলাম

105

মাদ্রাসা বন্ধসহ সরকারের অনৈসলামিক কাজের বিরুদ্ধে সম্মিলিত জেহাদ প্রয়োজন

–ছাত্রশিবির

খুলনা ব্যুরো ঃ ইসলামী ছাত্রশিবির খুলনা মহানগর শাখার কেন্দ্রীয় কর্মসূচীর অংশ হিসেবে মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধের সরকারী বক্তারা বলেন, বর্তমান সরকার মাদ্রাসা বন্ধসহ যে অনৈসলামিক কার্যকলাপ করছে তাতে তাদের বিরুদ্ধে সম্মিলিতভাবে জেহাদে ঝাঁপিয়ে পড়া ছাড়া অন্য পথ নেই।

চক্রান্তের প্রতিবাদে গতকাল মঙ্গলবার বিকালে নগরীর ফেরীঘাট চত্বরে এক সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন ছাত্রশিবির নগর সভাপতি মুহাম্মদ মাহফুজুর রহমান। বক্তৃতা করেন জাহাঙ্গীর হুসাইন হেলাল প্রমুখ।

মাদ্রাসা বন্ধে সরকারী সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ৯ জুলাইর জঙ্গী মিছিল সফল করুন

–ইশা আন্দোলন

প্রেস বিজ্ঞপ্তি ঃ বিগত ২৮ জুন কোরআন অবমাননার প্রতিবাদে ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের শান্তিপূর্ণ মিছিলে পুলিশী হামলায় বহু নেতা-কর্মীকে আহত করা ও মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধের সরকারী সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ৯ জুলাই ইসলামী শাসনতন্ত্র

ঘোষিত দেশব্যাপী প্রতিবাদ দিবস ও জঙ্গী মিছিল সর্বাত্মকভাবে সফল করার লক্ষ্যে ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন, ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন কেন্দ্র ও মহানগর শাখার এক যৌথ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন ইশা আন্দোলনের কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম মহাসচিব ও মহানগর সভাপতি অধ্যাপক মাওঃ এটিএম হেমায়েত উদ্দিন।

সভায় ঘোষিত কর্মসূচী সফল করার লক্ষ্যে ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়।

মাদ্রাসা বন্ধের চক্রান্ত জনগণ প্রতিহত করবে

–কর আইনজীবী দল

প্রেস বিজ্ঞপ্তি ঃ বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী কর আইনজীবী দলের সভাপতি এডভোকেট এম এ মালেক ও সাধারণ সম্পাদক আলহাজ এডভোকেট বজলুল হক এক বিবৃতিতে বর্তমান সরকার মাদ্রাসা বন্ধ করার যে প্রক্রিয়া শুরু করেছে, তার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তারা বলেন, দেশপ্রেমিক জনগণ কোনমতেই তা মেনে নেবে না।

কোরআন অবমাননা ও মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধের সিদ্ধান্ত ইসলামবিরোধী সুদূরপ্রসারী চক্রান্ত

–জাতীয় যুব ফোর্স

চট্টগ্রাম ব্যুরো ঃ জাতীয় যুব ফোর্স নেতৃবৃন্দ বলেন, ভারতীয় বাজপেয়ী সরকারের নির্দেশে বর্তমান আওয়ামী বাকশালী সরকার অলি-আউলিয়ার বাংলাদেশ থেকে পবিত্র ইসলামের আলো নিভিয়ে ফেলার সুগভীর চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছে।

গতকাল ফোর্স সভাপতি আবু মোজাফফর মোঃ আনাছের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় ওয়ার্কিং কমিটির এক সভায় নেতৃবৃন্দ একথা বলেন। এতে সহ-সভাপতি মতিউল ইসলাম ফোরকান, মহাসচিব এম এ কাদের, অর্থ সম্পদ হেলাল, প্রচার সম্পদক হোসেন মাহমুদ রানা, ফোর্স নেতা মোমিনুল হক, সরকার মুন্না, আনোয়ার সাদাত, জালাল মাহমুদ প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। নেতৃবৃন্দ বলেন, পবিত্র কোরআন অবমাননা ও মাদ্রাসা

শিক্ষা বন্ধের সিদ্ধান্ত সরকারের ইসলামবিরোধী সুদূরপ্রসারী চক্রান্তের অংশ। নেতৃবৃন্দ কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেন ফেরাউন-নমরুদের মত মুজিব কোট ওয়ালাদের দুঃসাহস বাংলার মুসলমানরা চিরতরে মিটিয়ে দিতে প্রস্তুত। নেতৃবৃন্দ চট্টগ্রামের খ্যাতনামা সন্ত্রাসী আ জ ম নাসিরকে দীর্ঘদিন পরে হলেও গ্রেফতার করায় পুলিশকে অভিনন্দন জানান। এছাড়া ৮ জুলাই হরতাল সফল করার জন্যও তারা আহবান জানান।

মাদ্রাসা শিক্ষা তুলে দেয়ার পদক্ষেপ আল্লাহ'র মনোনীত দ্বীনের ভিত্তিমূলে আঘাত

–খতমে নবুওয়ত

প্রেস বিজ্ঞপ্তি ঃ আন্তর্জাতিক মজলিসে তাহাফফুজে খতমে নবুওয়ত বাংলাদেশের সভাপতি ও বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের খতীব হযরত মাওলানা উবায়দুল হক ও মহাসচিব মাওলানা মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম এক যুক্ত বিবৃতিতে মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধের সরকারের অশুভ পাঁয়তারা এবং বহু মাদ্রাসার স্বীকৃতি ও এমপিওভুক্তি বাতিলের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তিনি বলেন, শতকরা নব্বই ভাগ মুসলমানের এদেশে ধর্মীয় শিক্ষা ব্যবস্থা তুলে দেয়ার মহল বিশেষের অব্যাহত পদক্ষেপ আল্লাহ'র মনোনীত দ্বীন ইসলামের ভিত্তিমূলে আঘাত করার শামিল। বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র বাংলাদেশে কুরআন-হাদীসের শিক্ষার বিরুদ্ধে এহেন চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র কোন বিবেকবান মানুষ বরদাশত করতে পারে না।

খতমে নবুওয়ত নেতৃবৃন্দ বলেন, ইসলামী শিক্ষা বিনষ্টকারী একটি বিশেষ মহল সরকারের অভ্যন্তরে ঘাপটি মেরে বসে আছে। তারা চায় না মানুষ কুরআন ও হাদীসের শিক্ষা অর্জন করে বিশ্বনবী হযরত মোহাম্মদ (সঃ)-এর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে উন্নত নৈতিক চরিত্র ও আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠুক। এরা মসজিদ থেকে আল্লাহু আকবর আজানের ধ্বনি বন্ধ করতে চায়। পশ্চিমা সভ্যতা ও নাস্তিক্যবাদী শিক্ষা কারিকুলাম চালু করে মুসলমানদের অন্তর থেকে ইসলামী শিক্ষা এমনকি আল্লাহর নাম পর্যন্ত মুছে ফেলতে চায়।

তারা বলেন, উপমহাদেশ থেকে মাদ্রাসা শিক্ষা ধ্বংসের উদ্দেশ্যে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী সরকার লাখ লাখ একর লাখেরাজ জমি বাজেয়াপ্ত করে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থাকে উৎখাত করার অপপ্রয়াস চালিয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীর স্পষ্ট ঘোষণার পরও শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে প্রায় তিনশটি মাদ্রাসার স্বীকৃতি প্রত্যাহার ও এমপিওভুক্তি বাতিলের নোটিশ জারি করে সরকার ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে।